২৩-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি " বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের স্বভাব খুব মিষ্টি আর শান্ত বানাও, আচার আচরণ এমন হতে হবে যাতে সবাই বলে, ইনি দেবতার মতো"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা সঙ্গমযুগে বাবার থেকে তোমাদের কোন সার্টিফিকেট নিতে হবে ?

উত্তরঃ - নিজেদের দৈবী ম্যানার্সের সার্টিফিকেট । বাবা এত যে শৃঙ্গার করছেন, বাচ্চাদের এত সেবা করছেন, সেসবের রিটার্ণ তো অবশ্যই তোমাদের দিতে হবে । তোমাদেরকে বাবার সহযোগী হতে হবে । সহযোগী বাচ্চা তারা, যাদের প্রকৃতি হবে দৈবীয় এবং ঈশ্বরীয় সার্ভিসে তারা কখনো ক্লান্ত হবেনা । যজ্ঞ সেবার প্রতি তাদের স্নেহ থাকবে । এমন বাচ্চাদের বাবা প্রতিদান দেন । সমাদর করেন । এইরকম সার্ভিসেবল বাচ্চাদের দেখে-দেখে বাবা পুলকিত হন ।

গীতঃ - হৃদয় চাহে তোমায় ডাকিবারে ....

ওম্ শান্তি । ভক্তদের প্রতি ভগবানুবাচ, তোমরা ভক্তরা যখন তাঁর সামনে আছ, তোমরা জানো যে ভগবান এখানে বসে জ্ঞানের গীত শোনাচ্ছেন এবং তোমাদের জ্ঞানড্যান্স করাচ্ছেন । আচ্ছা, এর থেকে কি হবে ? বলা হয়, দেবতাদের মতো তোমরা নিরন্তর সুখী থাকবে এবং উৎফুল্ল হবে । এক ভগবানকেই বেহদের বাবা বা বিশ্ব রচয়িতা বলা হয়ে থাকে । তিনি স্বর্গের রচয়িতা । বিশ্ব প্রথমে স্বর্গ তারপরে নরকে পরিণত হয় । সুতরাং এখন এটা নরক । মানুষ ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেতে থাকে । ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে । আত্মা জানে, বাবা তাদের জন্য স্বর্গের উপহার এনেছেন । তিনি রচয়িতা । তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এসে প্রথমে রাজযোগ শেখান । তিনি বলেন, বাবা আর বিশ্বের মালিক হওয়ার স্থিতি, স্মরণ করো । যখন বিশ্বরচয়িতা তোমার বুদ্ধিতে আসেন, তখন বোঝা যায় পরমপিতা পরমাত্মা নতুন বিশ্ব রচনা করেন । এই বিশ্ব মানুষের থাকার জায়গা । বাবা বেহদের মালিক সুতরাং নিশ্চয়ই বেহদের বড় দুনিয়াই রচনা করবেন । কোনো ছোট ঘর তোমাদের জন্য বানাবেন না । সেতো লৌকিক বাবারা বানাতে থাকে । ইঁনি তো নতুন বিশ্ব রচনা করেন । বাচ্চারা বিশ্ব তোমাদের জন্য ঘর অর্থাৎ তোমাদের পার্ট প্লে করার স্থান । তোমরা জানো যে তোমরা ভারতবাসী, সুতরাং, এই ঘর তো তোমাদেরই, তাই না ! ভারতবাসী এখন নিজেদের হদের মালিক মনে করে, অথচ ভারতবাসী বেহদ দুনিয়ার বাসিন্দা ছিল । বাবা খুব ভালো রীতিতে তোমাদের বোঝান, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা মুহুর্মুহু ভুলে যাও । এমনকি তাঁকে ধন্যবাদও জানাও না । বেহদের বাবা এসে বেহদ-বিশ্ব তথা ঘর বানান, অর্থাৎ তোমাদের জন্য স্বর্গ । এমন নয়, বেহদের নরক রচনা করেন । বাবা তো এসে স্বর্গ রচনা করেন আর বাচ্চাদের আবার সেই স্বর্গের মালিক বানান । এর অর্থ হলো তিনি তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক বানান । এই বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতে ছিলেন । সেই সময় আর কোনও ধর্ম ছিলনা, শুধু এক ভারত বিদ্যমান ছিল । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন ! কিন্তু বাচ্চাদের সেইরকম নেশা লাগেনা ! বাচ্চারা হদের নেশায় থাকে । আত্মাদের সেই নেশা তো থাকে, তাই না ? আত্মার শরীর যখন বড় হয়, সে তার অর্গ্যান্স দ্বারা বর্ণন করতে পারে । ছোট বাচ্চা তো বলবে না যে, আমি বিশ্বের মালিক বা আমি অমুক । যখন সে কৈশোরে পৌঁছায়, তখন বোঝে সে বিশ্বের মালিক । তোমরা ছোট নও, তোমরা তো বড় হয়েছো । বাবাও পরিণত শরীর নিয়েছেন । তোমরা বুঝতে পারছ, বাবা বিশ্বের রচয়িতা । তিনি নিজে মালিক

হন না । কিছু শব্দের ব্যবহারেও কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় । বাবা বিশ্ব-রচয়িতা । তিনি বলেন, আমি বিশ্ব শাসন করিনা । সারা সৃষ্টির রচয়িতা এক আমি । প্রতিটা শব্দ তোমাদের রিফাইন করে বোঝাতে হবে । বাবা, বিশ্বের রচয়িতা তোমাদের ডিরেক্টলি বোঝাচ্ছেন । তোমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য আমি এসেছি । এমন নয় যে শুধু ভারতের মালিক বানাতে এসেছি । এই সময়ে যারা ভারতের মালিক তাদের সেই সুখ নেই । এখন সব কবরে শায়িত হবে, একে বলা হয়ে থাকে অন্তিম সময় । বিশ্বের রচয়িতা অবশ্যই গডকে বলা হবে । তিনি একা নিউ ওয়ার্ল্ডের ক্রিয়েটর । নিউ ওয়ার্ল্ডকে স্বর্গ, পুরানো ওয়ার্ল্ডকে নরক বলা হয় । তোমরা সব বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে বুঝতে পারে । যার মধ্যে জ্ঞান কম আছে, তাদের এত খুশি থাকেনা । মায়া তাদের খুশিতে থাকতে দেয়না । বাচ্চারা দেহী -অভিমানী হয়না । যখন তোমরা দেহ অভিমানী হও, সব বিকার এসে তোমাদের প্রতিরোধ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে সেই তিনি আমরা, আত্মাদের বাবা । ভক্তরা সবাই তাঁকে ডাকে, এসে আমাদের কিছু বলো । লিখিত আছে- ভগবানুবাচ, আমি এসেছি, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে, তোমাদের উপযুক্ত বানাই । তোমাদের সারা বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই, এই বেহদের ড্রামায় কে কে মুখ্য অ্যাক্টর ! তোমাদের বুদ্ধি চলে যায় বেহদে । ড্রামায় মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব অন্তর্ভুক্ত । তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যারা এই বিষয়টা খুব ভালো বোঝে । অনেকের কোনকিছু ধারণা হয়না কারণ অনেক জন্ম ধরে তারা অজামিলের মতো মহাপাতক হয়ে থেকেছে, সেই সংস্কারগুলো তাদের মধ্যে থেকে গেছে । তারা এমনই গরম তাওয়া'র মতো, যাতে তারা কোনকিছুই ধারণ করতে সমর্থ হয়না । তাদেরও উদ্ধার হয় । কমপক্ষে তারা স্বর্গে তো যায়, তারা দাস দাসী হয় ;প্রজা হয় । তাদের উদ্ধার হওয়া অর্থাৎ তিনি তাদের স্বর্গে তো নিয়ে যান, তাই না ! বাকি সব পদ তো পুরুষার্থ অনুসারেই প্রাপ্ত হয় । যদি ধারণা না হয় তবে স্বর্গে তো যাবে, কিন্তু দাসদাসীর পদ পাবে । বাচ্চাদের কতই না বোঝানো হয়, তবুও যেন সেই গরম তাওয়ার ওপর জল । সুতরাং, এটা বোঝা যায় যে তাদের সেই সংস্কারগুলো থেকে গেছে । সন্ন্যাসীরাও তাদের সংস্কার নিয়ে চলে । যখন তারা অন্য জন্ম নেবে, তখন আবারও সন্ন্যাস নেওয়ার খেয়াল আসবে । এই সব ব্যাপারই এখানে বোঝানো হয় । সত্যযুগে তো বিকারের কোনো ব্যাপারই নেই । সেখানে জন্ম জন্মান্তর নির্বিকার ভাবের সংস্কার থাকে, মায়ার সেখানে কোনো অস্তিত্বই থাকেনা । এখানে তো বাচ্চাদের সংশোধনের অনেক চেষ্টা করা হয় । কেউ কেউ তো একদমই ময়লা কাপড়ের মতো, ধোপাখানার সামান্য লাঠির বাড়ি মারলেই একেবারে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় । ধোলাইকরও কাপড় সামলে রাখেন, কিন্তু যদি পচা এবং জরাজীর্ণ কাপড় হয় তবে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় । তারপর তারা "আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি" হয়ে যায় । বাবা কতো মেহনত করেন । তিনি আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি করুণাময়, সবাইকে কৃপা করেন । বাবা দয়ালু কিন্তু মায়া, দয়াহীন । মায়া পুরোপুরিভাবে সবকিছু ধ্বংস করেছে আর এই কারণেই বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি । বাবা পতিতপাবন, পতিত যারা তাদেরই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এখানে আসতে হয় । ত্রেতায় কোনো পতিত থাকেইনা যে এসে আমি পবিত্র বানাবো । ভগবান তো ট্রুথ অর্থাৎ প্রকৃত সত্য, তিনি সত্যই শোনান । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো, চিরকাল বিশ্বের রচয়িতা শিববাবা ব্রহ্মাতন দ্বারা পুরুষার্থ করান, যাতে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো । বাবা বলেন, যদি তোমরা আমার মেহনত ব্যর্থ হতে দাও, নিজেদের ব্যবহার দ্বারা যদি অন্যকে প্রবঞ্চনা করো তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বলা হবে, এর মধ্যে থেকে এখনও তো ভূত বার হয়নি ! বাচ্চারা তোমাদের আচার আচরণ এমন হওয়া উচিৎ যাতে সবাই মনে করে, ইঁনি দেবতার মতো । দেবতাগণ অতি প্রসিদ্ধ । বলা হয়, এনার স্বভাব একদম দেবসুলভ । সুতরাং এটা আন্ডারস্টুড যে বাকি সবার আসুরিক প্রকৃতি । কোনো কোনো বাচ্চা

অতি ফার্স্টক্লাস, ঐশ্বরিক গুণবান । তারা একদম মিষ্টি আর শান্ত প্রকৃতির । তাইতো এইরকম বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা আমাদের জন্য ঘর বানাচ্ছেন, তাহলে আমাদেরও সেবা করা উচিৎ । এইরকম বাচ্চারা বিশেষভাবে হৃদয়ে চড়ে । যারা কিছু না বলাতেও কাজ করে তাদের দেবতা বলা হয়, আর যাদের কিছু বললে করে তারা মানুষ । বললেও যারা করেনা, তারা মানুষের থেকেও খারাপ । বাবা বলেন, বাচ্চারা, যোগে যদি না থাকবে তো মায়ার ধুলায় একেবারে শেষ হয়ে যাবে । বাবা বারবার বোঝান, শ্রীমতে চলতে থাকো । কখনো আসুরিক কাজ কোরোনা । তোমাদের চলন বলন মিষ্টি হতে হবে । দেবতারা কত মিষ্টি স্বভাবের ! ভারতে রাজত্ব করতেন, যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সবাই দৈবী স্বভাবের ছিলেন । বাবা আসেন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । সুতরাং, এমন বাবার কতোভাবে মদতকারী হওয়া উচিৎ ! সার্ভিসে তোমাদের আপনা থেকেই নিজেদের বিজি রাখা উচিৎ । এইরকম ভেবোনা, ,আমি ক্লান্ত, সময় নেই । সময়ে সব কাজ করার মধ্যে কল্যাণ আছে । শিববাবা তোমাদের যজ্ঞ সেবার প্রতিদান দেন । ইঁনি অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা বাহ্যিকভাবে শুধু তোমাদের সমাদর করেননা, তোমাদের মন জয় করে নেন । উঁনি, শিববাবা একান্তভাবে বেহদের মন অধিকার করেন, ইঁনি নেন হদের হৃদয় । ইঁনি যখন বাচ্চাদের মধ্যে দৈবী আচার আচরণ দেখেন, তখন নিজেকে এমন বাচ্চাদের কাছে সমর্পণ করে দেন । যে বাচ্চারা কোনকিছু বলার অপেক্ষা না করে সর্ভিসে তৎপর থাকে, তাদের বলা হয় দেবতা । দেবতাদের কিছু বলার দরকার হয়না । ওখানে আসুরিক স্বভাব হয়না । এখানে অনেক বাচ্চারা তাদের মাতাপিতার মতানুযায়ী চলেনা, সেইজন্য নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ফেলে । বাবা বলেন, আমি পরমধাম থেকে বাচ্চাদের সেবা করতে আসি । আমার মতে না চলে কতোজনকে দুঃখ দেয় । কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিলো । অমৃত পান করতে করতে তোমরা পতিত হয়ে যাও । একটা কাহিনী আছে, লক্ষ্মী তাদের অমৃত পান করালেও তারা অসুর হয়ে গেছে । সুতরাং, কখনো কাউকে দুঃখ দেওয়ার চেষ্টা কোরোনা । নয়তো সমস্ত রাজ্যভাগ্য হারিয়ে ডান্ডা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, আমি ধর্মরাজ । ইনডাইরেক্ট কিছু যদি করতে তো তারজন্য হদের অল্পকালের শাস্তি ভোগ করতে । এখন ডিরেক্টলি বাবার হওয়ার পরেও বাবার মেহনত যদি নষ্ট হয়ে যেতে দাও তো অনেক বড় শাস্তি হবে । আমি তোমাদের দেবতায় রূপান্তরিত করছি । তারপর মায়া এসে আবার তোমাদের অসুর বানায় । বাবা বারবার তোমাদের বোঝান, দৈবী গুণ ধারণ করো । গায়নও আছে রামরাজ্যে জানোয়ারও একে অপরকে ভালোবাসতো । একসঙ্গে একঘাটে জল খেতো । এখানে তারা অমৃত পান করে, তারপর আবার অসুর হয় আর তারপর ট্রেটর হয়ে যায় । তারা তখন ব্রাহ্মণ কুলভূষণগণের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তাদের কত দুর্গতি হবে ! বাবা আসেন সদগতি দিতে । সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের দৈবী গুণধারী হতে হবে । নিজে থেকেই তোমাদের সার্ভিস করতে হবে ।বাবাও তোমাদের সার্টিফিকেট দেবেন । যাদের বুদ্ধিতে স্থির নিশ্চয় আছে, তারা বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকবে । তাদের খেয়াল থাকে, বাবার নাম বদনাম না করার, তারা কোনো আসুরিক গুণ দেখায় না । এখন, সবাই তোমরা নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থী । তোমাদের শুধুমাত্র এই নিশ্চয় থাকা উচিৎ, আমরা গড় ফাদারলি স্টুডেন্টস্ । বাচ্চাদের প্রতি ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের পড়িয়ে রাজাধিরাজ বানাই । তোমাদের যোগ আর জ্ঞান শেখাই । তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । তোমরা আত্মারা আমাকে মশার ঝাঁক সদৃশ ফলো করবে । প্রকৃতই মহাভারতের লড়াই শুরু হলে তারা মশা সদৃশ তাদের পান্ডাকে ফলো করেছিলো । বাবা পান্ডা । তিনি বলেন, আমি তোমাদের লিবারেট করতে এসেছি । তোমরা মায়ার জালে বড় দুঃখী হয়েছো । এক তো তোমরা গর্ভজেলে যাও, তারপরে আবার ওই জেলে যাওয়াও মানুষের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে । খুব খুশির সাথে জেলে

যায় । একে অপরকে দেখে অনশন ইত্যাদিও করতে শুরু করে দেয় । নিজের আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তারা কি কি করে ! একে বলা হয় আত্মঘাত । শরীর সুস্থ থাকলে আত্মা বলে আমি সুখী । যখন শরীর অসুস্থ হয় তখন আত্মা বলে, আমি দুঃখী । বাবা তোমাদের কাছে আসেন স্বর্গের সদা সুখী মালিক বানাতে । বিশ্ব-রচয়িতা বলেন, "আমি নতুন বিশ্বের রচয়িতা, এইজন্য আমাকে মালিক বলা হয় । পরন্তু আমি রাজ্য শাসন করিনা । ভক্তসকলে আমায় পূজা করে । তারা বলে, হে ঈশ্বর ! তুমি এসে কলিযুগের দুঃখ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের নির্বাণধাম বা স্বর্গধামে পাঠিয়ে দাও । বাবা প্রথমে সুখধামে পাঠিয়ে দেন, তারপর মায়া আবার দুঃখধাম বানায় । এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । বাবা বলেন, বাচ্চারা অমনোযোগী হওয়া বন্ধ করো । মায়া তোমাদের দিয়ে অনেক ভুল কাজ করায় যাতে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায় । বাবাকে জেনে চিনে তাঁর মতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । নয়তো অনেক সাজা খাবে । ঈশ্বরের মহিমা যেমন অপরমঅপার তেমনই সাজা খাওয়ার দুর্দশাও অপরমঅপার । এখন অন্তিম সময় । বাবা সবার হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দেন । সাজাপ্রাপ্ত যারা তারা এই মালায় আসবে না । বাবা বলেন, শুধু এটা স্মরণ করো বিশ্বের রচয়িতা নলেজফুল গড় ফাদার আমাদের পড়ান । তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার দেবেন । এমনকি তোমরা যদি শুধু এইটুকু মনে রাখো, তোমরা হাসতে খেলতে থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) নিজেদের চলন বলন অতি মধুর হতে হবে । কোনরকম আসুরিক কার্য করা উচিৎ নয় । দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে ।

২) কিছু না বলা হলেও বাবার সার্ভিসে মদৎকারী হতে হবে । বাবার মেহনতের রিটার্ণ অবশ্যই দিতে হবে । অমনোযোগী হয়ো না ।

বরদানঃ - সম্পূর্ণতা দ্বারা সম্পন্নতার প্রারব্ধের অনুভবকারী সর্ব ঝামেলা থেকে মুক্ত ভব

সঙ্গমযুগে গঙ্গা থেকে সাগর আলাদা নন, গঙ্গা সাগর থেকে আলাদা নয় । এই সময় সাগরে নদীর মিশে যাওয়ার মেলা হয় । যারা এই মেলায় থাকে তারা সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যায় । কিন্তু একমাত্র তারাই এই মেলার অনুভব করতে পারে যারা সমান হয় । সমান হওয়া অর্থাৎ এক -এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া । যারা সদা স্নেহে ডুবে আছে তারা সম্পূর্ণতা আর সম্পন্নতার প্রারব্ধ অনুভব করে । তাদের কোনও অল্পকালের প্রারব্ধের ইচ্ছা থাকেনা ।

স্লোগানঃ - সদা একাধিপতি বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকলে হোলিয়েস্ট এবং হায়েস্ট হয়ে যাবে ।